দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

পাবনা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের হামলা

প্রক্টরসহ লাঞ্ছিত ৮

■ পাবনা প্রতিনিধি

গতকাল বুধবার বহিরাগত যুবকদের হামলায় পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মো. কামরুজ্জামানসহ ৮ শিক্ষক-কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হয়েছেন। দুপুর একটার দিকে পুলিশের সামনেই এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেছেন লাঞ্ছিত শিক্ষক-কর্মকর্তারা। লাঞ্ছনার শিকার অন্যারা হলেন, সহকারি প্রক্টর ফজলুল হক, মাহমুদুল হাসান, তানভীর হায়দার, রহিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক শাহানশাহ, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সোহরাব হোসেন ও সহকারী প্রকৌশলী কামরুজ্জামান।

সংশিষ্টরা জানান, গত ১৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে মাসুদ রানা নামের এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। ওই ঘটনার প্রতিবাদ ও প্রক্টরিয়াল বডি অপসারণ এবং ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনে মিলিত হয়।

মানববন্ধন শেষে দুপুর একটার দিকে বহিরাগত একদল পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

পাবনা প্রযুক্তি

২৪ পৃষ্ঠার পর

যুবক শহরের মহিষের ডিপো এলাকায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে সেখানে কর্মরত প্রক্টরসহ ৮ শিক্ষক-কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করে। এসময় সেখানে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ শিক্ষক-কর্মকর্তাদের।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) অধ্যাপক ড. মোজাফফর হোসেন ইত্তেফাককে বলেন, কর্মচারীদের দাবির বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসার প্রক্রিয়া চলছে। এমতাবস্থায় বহিরাগত যুবকরা এসে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা দু:খজনক। বিষয়টি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে দাবি করে ভিসি বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে কর্মচারী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সভাপতি রাশেদ কবিরকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান ভাইস চ্যান্সেলর।